আতঙ্কের আলখাল্লা

জীবনানন্দ দাস: মনে পড়ে, দেখা হতো পথে?

মাথাটা নিচের দিকে, পায়ে নীল মলিন স্যান্ডেলজুড়ে ক্ষত—
শূন্য করিডোর ধরে কে যেন একলা হেঁটে যায়।
দু-পাশের তালাবদ্ধ ভুতুড়ে দরজা পিছে ফেলে
কে তার ছায়ায় হাঁটে অচঞ্চল নেকড়ের মতো?

স্যান্ডেলের নীল শব্দ অথৈ নীরবতার স্বরে
গড়ে তোলে নির্লিপ্তির গোপন আঁতাত।
মেঝের সমস্ত জমি জলের দ্রবণে নিরাকার:
ছাদের হলুদ বাতি ধীরে ধীরে মৃত্যু-মগ্ন রঙিন মাছের মৃদু রঙে;
দেয়ালের চুনসুরকি, কংক্রিটের রডসিমেণ্ট
বিগলিত নরম পানিতে।

দ্রবীভূত করিডোরে আতঙ্কের আলখাল্লা পরে
যে হাঁটে কুয়াশামাখা রাতে,
তার নীল চটি পায়ে আমিও কি হাঁটি নাই
এরকম অসম্ভব পথে?

ঢাবি: ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯২